দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

আড়াইহাজার

।। মোজাহের হোসেন (শরীফ)।।

নারায়ণগঞ্জ জেলার উপজেলা আড়াইহাজার-এর আয়তন ৭৪ বর্গমাইল। মোট লোকসংখ্যা ২ লাখ ৩২ হাজার ৩শ' ৭২ জন। মোট জমির পরিমাণ ৪৬ হাজার ৩শ' ৬০ একর। গ্রামের সংখ্যা ১৯২টি, মৌজা ১৮৪টি, কৃষি পরিবারের সংখ্যা ৩১ হাজার ৭শ' ৩৬ জন। তাঁতী পরিবারের সংখ্যা ১৪ হাজার ২শ' ৯১ জন। জেলে পরিবারের সংখ্যা ১৪শ' ৩৬ জন ও কাঠ মিস্ত্রীর সংখ্যা ৩শ' ৩৫ জন। আড়াইহাজার উপজেলাটি ১২টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত।

এ উপজেলার জনসাধারণ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, চিকিৎসা, হাট-বাজার ও বিদ্যুৎ সমস্যা উল্লেখযোগ্য।

কৃষি

এ উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছে ধান, পাট, ইক্ষু ও গম। উপজেলার মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে, ৪৬ হাজার ৩শ' ৬০ একর। এখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৩৪ হাজার ৭শ' ৫০ একর এবং অনাবাদী ১ হাজার একর। সেচকৃত জমির পরিমাণ ৮ হাজার ২শ' ৪৬ একর। এক ফসলী ৮ হাজার একর, দু'ফসলী ২১ হাজার ৫ শ' একর এবং তিন ফসলী ৪ হাজার ২শ' ৫০ একর। এখানে বার্ষিক উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ হচ্ছে ধান ৩,৩৫,৭৭৮ মণ। পাট ১৮ হাজার মণ, গম ২৪ হাজার ৭শ' ৩১ মণ, আখ ৬৮ হাজার ৯শ' মণ। এ উপজেলায় ৮০টি গভীর এবং ২শ' ৬০টি অগভীর নলকূপ রয়েছে। উপকরণের অভাবে এখানে রেকর্ড পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হচ্ছে না।

শিক্ষা

এ উপজেলায় শিক্ষার হার শতকরা ২০ জন। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি বালিকা বিদ্যলয়, ১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি কলেজ, ৯২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭১টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও ৭১টি সিনিয়র মাদ্রাসা আছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেই কোন সুষ্ঠু পরিবেশ, জরাজীর্ণ আসবাবপত্র ও শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। তাই জনবহুল আড়াইহাজার উপজেলায় শিক্ষিতের হার এত নগন্য।

যোগাযোগ

এখানকার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সড়ক। উপজেলায় মোট সড়কপথ হচ্ছে ৮৫ মাইল, কাঁচা রাস্তা ৭৭ মাইল এবং আধাপাকা রাস্তা ৯ মাইল।

ভুলতা থেকে গোপালদী ভায়া আড়াইহাজার পর্যন্ত আধাপাকা রাস্তাটি পুরোপুরিভাবে পাকা হলে উপজেলার ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি পাবে। এ উপজেলায় ১টি বিমানবন্দর অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

চিকিৎসা

এখানে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট ১টি হাসপাতাল আছে। বেশীরভাগ শয্যাগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী। তাছাড়া নেই কোন এক্সরে মেশিন ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি। ডাক্তারগণ ভালভাবে চিকিৎসা করতে পারছে না। এখানে একজন ডেন্টাল সার্জন আছে। তাকে দিয়েই সমস্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। উপজেলাতে জরুরী বিভাগে কোন পদ না থাকায় জরুরী বিভাগে কাজের বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

বর্ষাকালে হাসপাতালে ঢুকার রাস্তায় চলাফেরা করা যায় না। হাসপাতালটিতে পানি সরবরাহের কোন সুব্যবস্থা নেই। ডাক্তারদের আবাসিক কোয়ার্টার নেই। যা আছে তা বসবাসের অনুপযোগী। ওষুধ সরবরাহ মোটামুটি।